বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি
পল্লী ভবন (৭ম তলা)
৫ কাওরানবাজার, ঢাকা-১২১৫।
Web: mcpmp.brdb.gov.bd

স্মারক নং: ৪৭.৬২.০০০০.৯৮১.০৫.০৮৮.২০.১৫৭ তারিখ: ১৭/০৭/২০২৩ খ্রিঃ।

বিষয়: প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে তথ্য প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি (২য় সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পটি জানুয়ারি ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ মেয়াদে দেশের ৬৪ জেলার ২৫৬ উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের শেষ সময়ে "প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন" প্রণয়নের প্রয়োজন হয়। সে লক্ষ্যে অত্র সাথে ৪ সেট প্রশ্নমালা (২০ পাতা) সংযুক্ত করে প্রেরণ করা হলো।

এমতাবস্থায়, সরেজমিনে মাঠ পরিদর্শনপূর্বক (দলে ভ্রমণপূর্বক) সংযুক্ত ৪ সেট প্রশ্নমালা যথাযথভাবে পূরণ করে আগামী ৩১/০৭/২০২৩ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে প্রকল্প সদরদপ্তরে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হলো।

বিষয়টি অতীব জরুরি।

১৭.০৭.২৩
মোঃ আব্দুর রশিদ খান
উপপ্রকল্প পরিচালক
ফোন: ০২-৫৫০১২০৩৪
ই-মেইল: dpdmcpmp@gmail.com

অপ্রধান শস্য বিশেষজ্ঞ/শস্য উন্নয়ন কর্মকর্তা
দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি
বিআরডিবি, উপঅঞ্চল: ..... (২০টি)।

অনুলিপি:
১। উপপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, জেলা:.....(সকল)।
২। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, বিআরডিবি, ঢাকা (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৩। উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার, উপজেলা:.....(২৫৬ উপজেলা), জেলা:.....।
৪। অফিস নথি।

ফরম ১: মাঠ জরিপ (উপকারভোগী কৃষক)

'দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাত করন কর্মসূচি' শীর্ষক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যয়ন সম্পর্কিত স্টাডি পরিকল্পনা
সহায়তায়: স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
বাস্তবায়নে: বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)

মাঠ পর্যায়ে প্রভাব মূল্যয়ন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে মুখ্য তথ্য দাতার সাক্ষাৎকারের প্রশ্নমালা বা চেকলিস্ট
(উত্তরদাতা অবশ্যই কৃষক (মহিলা/পুরুষ) হতে হবে যিনি প্রকল্প কর্মকান্ডের সাথে জড়িত)

বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান ও মৌসুমি আবহাওয়া এবং নাতিশীতোষ্ণ প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণে প্রচুর পরিমাণে ঋতুভিত্তিক অপ্রধান শস্য যেমন- ডাল জাতীয় (মুগ, মসুর, ছোলা, মটর, খেসারি, মাসকলাই ইত্যাদি), তৈলবীজ জাতীয় (সরিষা, তিল, তিশি, সূর্যমূখী, সয়াবিন ও চিনাবাদাম ইত্যাদি), মসলা জাতীয় (আদা, হলুদ, রসুন, পেঁয়াজ, মরিচ ইত্যাদি) এবং ভুট্টা উৎপাদনের সুযোগ রয়েছে। কিন্তু আধুনিক প্রযুক্তিগত জ্ঞান, তথ্য, পুঁজি, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সুষ্ঠু বাজারজাতকরণের অভাবে অপ্রধান শস্য উৎপাদন অনেকটা অলাভজনক বলে কৃষককূল মনে করেন। বিশেষত যারা ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও বর্গাচাষী আছেন তারা এ সুযোগ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও অপ্রধান শস্য উৎপাদনের আগ্রহ হারিয়ে ফেলছেন। অথচ এসব নিত্য প্রয়োজনীয় শস্যের ব্যাপক চাহিদা থাকলেও উৎপাদন ও সরবরাহের মধ্যে সামঞ্জস্য নেই। এর ফলে বাজারদর উঠানামা করে এবং মূল্য বৃদ্ধির কারণে জীবনযাত্রা বিঘ্নিত হচ্ছে। এ সকল অপ্রধান শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন হলে অস্বাভাবিক বাজারদর নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে এবং একই সাথে বৈদেশিক আমদানি ব্যয় সাশ্রয়ের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো মজবুত রাখতে অবদান রাখবে। এসকল শস্য উৎপাদনে উৎসাহ, পুঁজির যোগান এবং প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য সহযোগিতা প্রদান করার মাধ্যমে অপ্রধান শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। ফলে একদিকে আমদানি নির্ভরতা সংকোচনসহ খাদ্য নিরাপত্তার বাড়তি বলয় সৃষ্টি হবে, অন্যদিকে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধিসহ খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের বহুবিধ ক্ষেত্র সৃষ্টি হবে। অপ্রধান শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, চাষযোগ্য পতিত জমির অধিক ব্যবহার (বসত ভিটা), সঠিক প্রশিক্ষণ ও বাজারজাতকণের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন করাও সম্ভব হবে। এরকম প্রেক্ষাপটে বিআরডিবি নানা মেয়াদে প্রকল্পের কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। এ প্রকল্পের সুবিধা/অসুবিধার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমরা আপনার সাথে কিছু সময় আলাপ করব। আশা করি আপনি এ সময় ঠিক তথ্য দিয়ে জরিপ কাজে আমাদেরকে সার্বিক সহযোগিতা করবেন।

আপনাকে ধন্যবাদ

১.০ উত্তরদাতার (কৃষক) সাধারণ তথ্য বিষয়ক প্রশ্নাবলী:

.১ উত্তর দাতার পরিচিতি:
ক. নাম খ. লিঙ্গ: পুরুষ মহিলা গ. বয়স
১.২ কৃষকের ধরন:
ক. ক্ষুদ্র চাষী খ. মাঝারি চাষী গ. বর্গা চাষী
১.৩ পিতার নাম:
১.৪ ঠিকানা:
ক. গ্রাম খ. ইউনিয়ন
গ. উপজেলা ঘ. জেলা
ঙ. মোবাইল নম্বর চ. শিক্ষার স্তর
১.৫ পরিবারের সদস্য সংখ্যা
ক. পুরুষ সদস্য খ. মহিলা সদস্য গ. মোট সদস্য

ক. প্রধান শস্য	……..শতাংশ
গ. বসত ভিটা	……..শতাংশ
ঙ. প্রদর্শনী	……..শতাংশ

১.৬ মোট জমির পরিমাণ

খ. অপ্রধান	……..শতাংশ
ঘ. আবাদি জমি	……..শতাংশ
চ. ৰন্ধক নেয়া	……..শতাংশ

১.৭ অত্র প্রকল্পের অধীনে কৃষক সংগঠনের নাম
ক)সংগঠনের সদস্য সংখ্যা কত?

ক. মোট ……..জন খ. মহিলা সদস্য ……..জন গ. পুরুষ সদস্য ……..জন

ঘ) দলের/সংগঠনের নেতা

ক. পুরুষ খ. মহিলা গ. কোন সাল থেকে

ঙ) অন্য কোনো কৃষক সংগঠনের সাথে জড়িত কিনা?

ক. হ্যাঁ খ. না হ্যাঁ হলে, সংগঠনের নাম

২.০ অপ্রধান ফসলের প্রদর্শনী বিষয়ক তথ্য ও প্রশ্নাবলী:

২.১ আপনি কি কি অপ্রধান শস্য প্রদর্শনী খামারের সাথে যুক্ত?

ফসলের নাম	(টিক√দিন)	জমির পরিমান (শতাংশ)	ফসলের নাম	(টিক√দিন)	জমির পরিমান (শতাংশ)	ফসলের নাম	(টিক√ দিন)	জমির পরিমান (শতাংশ)
১. পেয়াজ			৭. তিল			১৩. ছোলা		
২. রসুন			৮. তিশি			১৪. মুগ		
৩. আদা			৯. সরিষা			১৫. মসুর		
৪. হলুদ			১০. সূর্যমূখী			১৬.চিনাবাদাম		
৫. মরিচ			১১. সয়াবিন			১৭. অন্যান্য		
৬.কালিজিরা			১২. ভূট্টা					

২.২ প্রদর্শনী খামারে মোট চাষকৃত জমির পরিমাণ কত ?

শতাংশ

২.৩ প্রদর্শনী স্থাপনের সময়

২০১৯ ২০২০ ২০২১ ২০২২

৩.০ অপ্রধান ফসল উৎপাদন ও ব্যবহার বিষয়ক তথ্য ও প্রশ্নাবলীঃ

৩.১ ফসল উৎপাদন, ব্যবহার ও বাজার দর :

ফসলের নাম	জমির পরিমান (শতাংশ)	ফসলের পরিমান (কেজি/শতাংশ)	উৎপাদন খরচ (টাকা/শতাংশ)	নিজে ভক্ষণ করেছেন (কেজি)	বিক্রি করেছেন (কেজি)	বাজার দর (টাকা/কেজি)
১. পেয়াজ						
২. রসুন						
৩. আদা						
৪. হলুদ						
৫. মরিচ						
৬.কালিজিরা						
৭. তিল						
৮. তিশি						
৯. সরিষা						
১০. সূর্যমূখী						
১১. সয়াবিন						
১২. ভূট্টা						
১৩. ছোলা						
১৪. মুগ						
১৫. মসুর						
১৬.চিনাবাদাম						
১৭. অন্যান্য						

৪.০ ভার্মিকম্পোস্ট প্রদর্শনী সংক্রান্ত তথ্য ও প্রশ্নাবলী:

৪.১ আপনি কি ভার্মিকম্পোস্ট প্রদর্শনীর সাথে যুক্ত?
ক) হ্যাঁ খ) না
হ্যাঁ হলে, কয়টি প্রদর্শনী করেছেন?
টি না হলে, কেন করেন নাই?
কত কেজি ভার্মিকম্পোস্ট উৎপাদন করেছেন?

৪.২ আপনি কি ভার্মী কম্পোষ্ট প্রদর্শনী করে লাভবান হয়েছেন? ক) হ্যাঁ খ) না
হ্যাঁ হলে, কতটাকা লাভবান হয়েছেন?
টাকা
না হলে, কেন লাভবান হতে পারেননি?

ক)
খ)
গ)

৫.০ প্রশিক্ষণ বিষয়ক প্রশ্নাবলী:

৫.১ আপনি কি এ প্রকল্প হতে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন?
ক) হ্যাঁ খ) না
হ্যাঁ হলে নিম্নের কোন কোন বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন?
ক) অপ্রধান শস্য উৎপাদন বিষয়ে প্রশিক্ষণ খ) অপ্রধান শস সংরক্ষণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ
গ) প্রক্রিয়া ও বাজারজাতকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ ঘ) ভার্মিকম্পোস্ট তৈরি ও ব্যবহার বিষয়ে প্রশিক্ষণ
ঙ) ঋণ গ্রহণ পদ্ধতি ও ব্যবহার বিষয়ে প্রশিক্ষণ

৫.২ প্রশিক্ষণের স্থান উপজেলা
ইউনিয়ন অন্যান্য
৫.৩ প্রশিক্ষণ মেয়াদ এবং সাল
ক) মেয়াদ দিন খ) সাল
৫.৪ প্রশিক্ষণে নতুন কি কি শিখেছেন?

ক)
খ)
গ)

৫.৫ আপনি যে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন তাতে কি আপনি সন্তষ্ট?
ক) হ্যাঁ খ) না
উত্তর না হলে, কি কি বিষয়ে আপনি অসন্তুষ্ট?

ক)
খ)
গ)

৫.৬ প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণের জন্য আপনি কি কোনো ভাতা/সন্মানী পেয়েছেন?
ক) হ্যাঁ খ) না
হ্যাঁ হলে, কত টাকা পেয়েছেন?
টাকা
৫.৭ প্রশিক্ষনকালে আপনি কি কোন প্রশিক্ষণ সামগ্রী পেয়েছেন?
ক) হ্যাঁ খ) না
৫.৮ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞান উপকার/কাজে লাগাতে পেরেছেন?
ক) হ্যাঁ খ) না
৫.৯ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞান আপনি কি ফসল উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও

বাজারজাতকরণে সহায়ক হয়েছে?

ক) হ্যাঁ খ) না

৫.১০ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞানের মাধ্যমে আপনি কি ঋণ গ্রহণ ও তার ব্যবহার বিষয়ে সচেতন হয়েছেন?

ক) হ্যাঁ খ) না

ঋণ বিষয়ক তথ্য ও প্রশ্নাবলী:

৬.১ আপনি কি অপ্রধান শস্য উৎপাদনের জন্য ঋণ নিয়েছেন?

ক) হ্যাঁ খ) না

উত্তর হ্যাঁ হলে ক) কত টাকা ঋণ নিয়েছেন ?

টাকা খ) কোন সালে নিয়েছেন সাল

গ) প্রতি কিস্তিতে কত টাকা জমা দেন?

টাকা ঘ) বর্তমানে ঋণ কত আছে টাকা

ঙ) মোট কিস্তি কয়টি?

চ) ঋণের কিস্তি সাপ্তাহিক/মাসিক

৬.২ ঋণের কিস্তি দেয়ার জন্য কোন পাশবই দেয়া হয়েছে?

ক) হ্যাঁ খ) না

না হলে, কিভাবে কিস্তির টাকা জমা দেন?

৬.৩ কোন অ-প্রধান ফসল উৎপাদন করার জন্য ঋন নিয়েছেন এবং কত টাকা?

ফসলের নাম	ঋণের পরিমাণ টাকা	কিস্তির পরিমান (টাকা/সপ্তাহ)	পরিশোধের পরিমাণ (টাকা)	সুদের হার	মন্তব্য
১. পেয়াজ					
২. রসুন					
৩. আদা					
৪. হলুদ					
৫. মরিচ					
৬.কালিজিরা					
৭. তিল					
৮. তিশি					
৯. সরিষা					
১০. সূর্যমূখী					
১১. সয়াবিন					
১২. ভূট্টা					
১৩. ছোলা					
১৪. মুগ					
১৫. মসুর					
১৬.চিনাবাদাম					
১৭. অন্যান্য					

৬.৪ ঋণ নিয়ে অপ্রধান ফসল উৎপাদন করে লাভবান হয়েছেন কি না?

ক) হ্যাঁ খ) না

উত্তর হ্যাঁ হলে, কি লাভবান হয়েছেন?

উত্তর না হলে, কারণসমূহ কি কি

৭.০ বীজ উৎপাদন, সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রযুক্তিগত সহায়তা বিষয়ক প্রশ্নাবলী:

৭.১. কোথা থেকে আপনি ফসলের বীজ সংগ্রহ/জন করেছেন?

ক) প্রকল্প থেকে খ) বাজার থকে গ) বিএডিসি থেকে গ) নিজস্ব উৎস

৭.২ সঠিক সময়ে ও সঠিক পরিমাণে ফসলের সেচ, সার ও অন্যান্য পরিচর্যা করতে পেরেছেন কি?

ক) হ্যাঁ খ) না

উত্তর না হলে, কারণসমূহ কি কি?

ক)
খ)
গ)

৭.৩ আগামী বছর এসমস্ত অ-প্রধান ফসলের চাষ করতে চান?

ক) হ্যাঁ খ) না

৭.৪ উৎপাদিত ফসলের বীজ সংরক্ষণ করেছেন কি না?

ক) হ্যাঁ খ) না

হ্যাঁ হলে, কোন কোন ফসলের বীজ রেখেছেন এবং পরিমাণ কত?

ফসলের নাম	বীজের পরিমাণ	মন্তব্য	ফসলের নাম	বীজের পরিমাণ	মন্তব্য
১. পেয়াজ			১০. সূর্যমূখী		
২. রসুন			১১. সয়াবিন		
৩. আদা			১২. ভূট্টা		
৪. হলুদ			১৩. ছোলা		
৫. মরিচ			১৪. মুগ		
৬.কালিজিরা			১৫. মসুর		
৭. তিল			১৬.চিনাবাদাম		
৮. তিশি			১৭. অন্যান্য		
৯. সরিষা					

৭.৫ উৎপাদিত ফসলের প্রক্রিয়াজাত করেছেন কি না?

ক) হ্যাঁ খ) না

হ্যাঁ হলে কোন কোন ফসলের প্রক্রিয়াজাত করেছেন?

ফসলের নাম	প্রক্রিয়াজাতকরণের ধরণ (যান্ত্রিক/সনাতন পদ্ধতি	ফসলের নাম	প্রক্রিয়াজাতকরণের ধরণ (যান্ত্রিক/সনাতন পদ্ধতি	ফসলের নাম	প্রক্রিয়াজাতকরণের ধরণ (যান্ত্রিক/সনাতন পদ্ধতি
১. পেয়াজ		৭. তিল		১৩. ছোলা	
২. রসুন		৮. তিশি		১৪. মুগ	
৩. আদা		৯. সরিষা		১৫. মসুর	
৪. হলুদ		১০. সূর্যমূখী		১৬.চিনাবাদাম	
৫. মরিচ		১১. সয়াবিন		১৭. অন্যান্য	
৬.কালিজিরা		১২. ভূট্টা			

৭.৬ প্রকল্প থেকে বাজারজাতকরণ সহায়তা দেয়া হয়েছে কি না?

ক) হ্যাঁ খ) না

হ্যাঁ হলে, কি কি সহায়তা দেয়া হয়েছে?

ক)
খ)
গ)

৭.৭ প্রদর্শনী দেখে আশেপাশের কৃষক নিজ উদ্যোগে এধরণের ফসলের চাষ করছেন কি না?

ক) হ্যাঁ খ) না

হ্যাঁ হলে, কি কি কারণে অন্যান্যরা উদ্বুদ্ধ হয়েছে?

ক) খ) গ)

৭.৮ এ প্রকল্প থেকে কি কি প্রযুক্তিগত সহায়তা পেয়েছেন?

ক) খ)

যদি প্রযুক্তিগত সহায়তা পেয়ে থাকেন তাহলে কি কি প্রযুক্তি আপনার খামারে প্রয়োগ করেছেন?

ক) খ)

৮.০ আর্থসামাজিক ও পুষ্টি উন্নয়ন বিষয়ক তথ্য ও প্রশ্নাবলি:

৮.১ আপনার এলাকায় অপ্রধান শস্য উৎপাদন পূর্বের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে কি না?

ক) হ্যাঁ খ) না

হ্যাঁ হলে কোন কোন ফসলের চাষ বৃদ্ধি পেয়েছে?

ফসলের নাম	বৃদ্ধির হার (%)	ফসলের নাম	বৃদ্ধির হার (%)	মন্তব্য
১. পেয়াজ		১০. সূর্যমূখী		
২. রসুন		১১. সয়াবিন		
৩. আদা		১২. ভূট্টা		
৪. হলুদ		১৩. ছোলা		
৫. মরিচ		১৪. মুগ		
৬.কালিজিরা		১৫. মসুর		
৭. তিল		১৬.চিনাবাদাম		
৮. তিশি		১৭. অন্যান্য		
৯. সরিষা				

৮.২ এ প্রকল্পের কর্মকাণ্ডের ফলে অর্থনৈতিক ও পুষ্টি উন্নয়ন হয়েছে কি?

ক) হ্যাঁ খ) না

হ্যাঁ হলে, কি ধরনের উন্নতি হয়েছে তা বর্ণনা করুন

ক) খ)

৮.৩ প্রকল্প কার্যক্রমে মহিলাদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে জীবন ও জীবিকার কোনো পরিবর্তন হয়েছে কি না?

ক) হ্যাঁ খ) না

হ্যাঁ হলে, কি ধরনের পরিবর্তন হয়েছে?

ক) খ)

না হলে, কেন পরিবর্তন হয়নি

ক) খ)

৮.৪ এ প্রকল্পের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আপনার সার্বিক মতামত দিন যা প্রকারের কার্যক্রমকে আরো সম্প্রসারণ করবে?

মূল্যবান সময়, তথ্য ও আপনার সুচিন্তিত মতামত দেয়ার জন্য আবারো আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম : তারিখ
স্বাক্ষর

সুপারভাইজারের নাম : তারিখ
স্বাক্ষর

প্রশ্নপত্র ও চেকলিস্ট

ফরম ২: দলীয় আলোচনা (এফজিডি)

'দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাত করন কর্মসূচি' শীর্ষক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যয়ন সম্পর্কিত স্টাডি পরিকল্পনা
সহায়তায়: স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
বাস্তবায়নে: বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)

মাঠ পর্যায়ে প্রভাব মূল্যয়ন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে মুখ্য তথ্য দাতার সাক্ষাৎকারের প্রশ্নমালা বা চেকলিস্ট
(উত্তরদাতা অবশ্যই উপজেলায় দায়িত্ব প্রাপ্ত বিআরডিবি কর্মকর্তা হতে হবে যিনি প্রকল্পের কর্মকান্ডের সাথে জড়িত)

বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান ও মৌসুমি আবহাওয়া এবং নাতিশীতোষ্ণ প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণে প্রচুর পরিমাণে ঋতুভিত্তিক অপ্রধান শস্য যেমন- ডাল জাতীয় (মুগ, মসুর, ছোলা, মটর, খেসারি, মাসকলাই ইত্যাদি), তৈলবীজ জাতীয় (সরিষা, তিল, তিশি, সূর্যমূখী, সয়াবিন ও চিনাবাদাম ইত্যাদি), মসলা জাতীয় (আদা, হলুদ, রসুন, পেঁয়াজ, মরিচ ইত্যাদি) এবং ভুট্টা উৎপাদনের সুযোগ রয়েছে। কিন্তু আধুনিক প্রযুক্তিগত জ্ঞান, তথ্য, পুঁজি, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সুষ্ঠু বাজারজাতকরণের অভাবে অপ্রধান শস্য উৎপাদন অনেকটা অলাভজনক বলে কৃষককূল মনে করেন। বিশেষত যারা ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও বর্গাচাষী আছেন তারা এ সুযোগ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও অপ্রধান শস্য উৎপাদনের আগ্রহ হারিয়ে ফেলছেন। অথচ এসব নিত্য প্রয়োজনীয় শস্যের ব্যাপক চাহিদা থাকলেও উৎপাদন ও সরবরাহের মধ্যে সামঞ্জস্য নেই। এর ফলে বাজারদর উঠানামা করে এবং মূল্য বৃদ্ধির কারণে জীবনযাত্রা বিঘ্নিত হচ্ছে। এ সকল অপ্রধান শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন হলে অস্বাভাবিক বাজারদর নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে এবং একই সাথে বৈদেশিক আমদানি ব্যয় সাশ্রয়ের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো মজবুত রাখতে অবদান রাখবে। এসকল শস্য উৎপাদনে উৎসাহ, পুঁজির যোগান এবং প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য সহযোগিতা প্রদান করার মাধ্যমে অপ্রধান শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। ফলে একদিকে আমদানি নির্ভরতা সংকোচনসহ খাদ্য নিরাপত্তার বাড়তি বলয় সৃষ্টি হবে, অন্যদিকে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধিসহ খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের বহুবিধ ক্ষেত্র সৃষ্টি হবে। অপ্রধান শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, চাষযোগ্য পতিত জমির অধিক ব্যবহার (বসত ভিটা), সঠিক প্রশিক্ষণ ও বাজারজাতকণের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন করাও সম্ভব হবে। এরকম প্রেক্ষাপটে বিআরডিবি নানা মেয়াদে প্রকল্পের কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। এ প্রকল্পের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সুবিধা/অসুবিধার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমরা আপনার সাথে আলাপ করব। আশা করি আপনি এ সময় ঠিক তথ্য দিয়ে আমাদেরকে সার্বিক সহযোগিতা করবেন যাতে করে আমরা আপনাদের প্রকল্প এলাকার সঠিক চিত্র জানতে পারি।

আপনাকে ধন্যবাদ

১.০ কৃষক সমাবেশ বা দলীয় আলোচনার সাধারণ তথ্য:

১.১ উপজেলার নাম
১.২ ইউনিয়নের নাম
১.৩ গ্রামের নাম
১.৪ মোট অংশগ্রণনকারী

২.০ আপনাদের এলাকায় উৎপাদিত পুষ্টিসমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্যের নাম:

ফসলের নাম	(টিক√দিন)	ফসলের নাম	(টিক√দিন)	ফসলের নাম	(টিক√দিন)
১. পেয়াজ		৭. তিল		১৩. ছোলা	
২. রসুন		৮. তিশি		১৪. মুগ	
৩. আদা		৯. সরিষা		১৫. মসুর	
৪. হলুদ		১০. সূর্যমূখী		১৬.চিনাবাদাম	
৫. মরিচ		১১. সয়াবিন		১৭. অন্যান্য	
৬.কালিজিরা		১২. ভূট্টা			

৩.০অপ্রধান ফসল উৎপাদন ও ব্যবহার বিষয়ক তথ্য ও প্রশ্নাবলীঃ

৩.১ ফসল উৎপাদন, ব্যবহার ও বাজার দর :

ফসলের নাম	জমির পরিমান (শতাংশ)	ফসলের পরিমান (কেজি/শতাংশ)	উৎপাদন খরচ (টাকা/শতাংশ)	নিজে ভক্ষণ করেছেন (কেজি)	বিক্রি করেছেন (কেজি)	বাজার দর (টাকা/কেজি)
১. পেয়াজ						
২. রসুন						
৩. আদা						

৪. হলুদ						
৫. মরিচ						
৬.কালিজিরা						
৭. তিল						
৮. তিশি						
৯. সরিষা						
১০. সূর্যমূখী						
১১. সয়াবিন						
১২. ভূট্টা						
১৩. ছোলা						
১৪. মুগ						
১৫. মসুর						
১৬.চিনাবাদাম						
১৭. অন্যান্য						

৪.০ ভার্মিকম্পোস্ট প্রদর্শনী সংক্রান্ত তথ্য ও প্রশ্নাবলী:

৪.১ আপনারা ভার্মিকম্পোস্ট প্রদর্শনীর সাথে যুক্ত কি না?

৪.২ ভার্মিকম্পোস্ট প্রদর্শনী করে আপনারা লাভবান হয়েছেন। কি না?

৪.৩ লাভবান না হলে কারণ কি কি বলুন?

৫.০ প্রশিক্ষণ বিষয়ক আলোচনা

ক)
খ)

৫.১ আপনারা কোন কোন বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন?

ক)
খ)

৫.২ প্রশিক্ষণের ফলে আপনি কিভাবে উপকৃত হয়েছেন?

৫.৩ কোথায় প্রশিক্ষণ নিয়েছেন উপজেলায়/জেলায়/ঢাকায়

৫.৪ প্রশিক্ষণের মেয়াদ কতদিন ছিল?

৫.৫ প্রশিক্ষণ ভাতা, প্রশিক্ষণ সামগ্রী এবং প্রশিক্ষণের মান সম্পর্কে বলুন?

৫.৬ প্রশিক্ষণে আপনারা কি সন্তুষ্ট? যদি সন্তুষ্ট না হয়ে থাকেন তবে কারণগুলো বর্ণনা করুন।

৫.৭ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞান উপকার/কাজে লাগাতে পেরেছেন কি না?

৫.৮ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞান আপনি কি ফসল উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণে সহায়ক হয়েছে?

৬.০ ঋণ বিষয়ক আলোচনা:

৬.১ ঋণ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বলুন?

৬.২ সহজে ঋণ প্রাপ্তি:

৬.৩ ঋণের পরিমাণ

৬.৪ ঋণ পরিচালনা পদ্ধতি

৬.৫ সঞ্চয় ও এর নিয়ম কানুন-ঋণের কিস্তির পরিমাণ - সঞ্চয়ের পরিমাণ পাশবই ব্যবহার ইত্যাদি

৬.৬ কোন কোন ফসল উৎপাদনে ঋণ নিয়েছেন?

৬.৭ ঋণের সুফল/কুফল:

৭.০ বীজ উৎপাদন, সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রযুক্তিগত সহায়তা বিষয়ক প্রশ্নাবলী:

৭.১ বীজ সংগ্রহের উৎস: প্রকল্প থেকে/বাজার থেকে/বিএডিসি অথবা নিজস্ব খামারের বীজ

৭.২ উৎপাদিত ফসলের বীজ সংরক্ষণ করেছেন কি না? কোন কোন ফসলের বীজ রেখেছেন?

৭.৩ আগামী বছর এসমস্ত অপ্রধান ফসলের চাষ করতে চান?

৭.৪ বীজ প্রাপ্তি, বীজের মূল্য ও গুণগত মান সম্পর্কে বলুন?

৭.৫ উৎপাদিত ফসলের প্রক্রিয়াজাত করেছেন কি না?

৭.৬ প্রকল্প থেকে বাজারজাতকরণ সহায়তা দেয়া হয়েছে কি না?

ুু

৭.৭ প্রদর্শনী দেখে আশেপাশের কৃষক নিজ উদ্যোগে এধরণের ফসলের চাষ করছেন কি না?

৭.৮ সঠিক সময়ে ও সঠিক পরিমাণে ফসলের সেচ, সার ও অন্যান্য পরিচর্যা করতে পেরেছেন কি?

৮.০ অর্থসামাজিক ও পুষ্টি উন্নয়ন বিষয়ক তথ্য ও প্রশ্নাবলী:

৮.১ আপনার এলাকায় অপ্রধান শস্য উৎপাদন পূর্বের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে কি না?

৮.২ এ প্রকল্পের কর্মকাণ্ডের ফলে অর্থনৈতিক ও পুষ্টি উন্নয়ন হয়েছে কি?

৮.৩ প্রকল্প কার্যক্রমে মহিলাদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে জীবন ও জীবিকার কোনো পরিবর্তন হয়েছে কি না?

৮.৪ এ প্রকল্প থেকে কি কি প্রযুক্তিগত সহায়তা পেয়েছেন এবং তা প্রয়োগ করেছেন কি না?

৮.৫ প্রক্রিয়াজাতকরণ দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা?

৮.৬ উপর্যুক্ত আলোচনা ছাড়াও প্রকল্প সম্পর্কে আরো কোনো মতামত থাকলে তা উল্লেখ করুন।

উপস্থিত কৃষকের নামের তালিকা

ক্রয়	উপস্থিত কৃষকের নাম	উপজেলার নাম	গ্রামের নাম	মোবাইল
০১				
০২				
০৩				
০৪				
০৫				
০৬				
০৭				
০৮				
০৯				
১০				
১১				
১২				

মূল্যবান সময়, তথ্য ও আপনার সুচিন্তিত মতামত দেয়ার জন্য আপনাদের সবাইকে আবারো ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম: তারিখ:

সুপারভাইজারের নাম: তারিখ:

প্রশ্নপত্র ও চেকলিস্ট

ফরম ৩: কী ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ (কেআইআই) উপজেলা পর্যায়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিআরডিবি কর্মকর্তা

'দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাত করন কর্মসূচি' শীর্ষক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যয়ন সম্পর্কিত স্টাডি পরিকল্পনা

সহায়তায়: স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
বাস্তবায়নে: বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)

মাঠ পর্যায়ে প্রভাব মূল্যয়ন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে মুখ্য তথ্য দাতার সাক্ষাৎকারের প্রশ্নমালা বা চেকলিস্ট
(উত্তরদাতা অবশ্যই উপজেলায় দায়িত্ব প্রাপ্ত বিআরডিবি কর্মকর্তা হতে হবে যিনি প্রকল্পের কর্মকান্ডের সাথে জড়িত)

দেশের ভৌগলিক অবস্থান ও মৌসুমি আবহাওয়া এবং নাতিশীতোষ্ণ প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণে প্রচুর পরিমাণে ঋতুভিত্তিক অপ্রধান শস্য যেমন- ডাল জাতীয় (মুগ, মসুর, ছোলা, মটর, খেসারি, মাসকলাই ইত্যাদি), তৈলবীজ জাতীয় (সরিষা, তিল, তিশি, সূর্যমূখী, সয়াবিন ও চিনাবাদাম ইত্যাদি), মসলা জাতীয় (আদা, হলুদ, রসুন, পেঁয়াজ, মরিচ ইত্যাদি) এবং ভুট্টা উৎপাদনের সুযোগ রয়েছে। কিন্তু আধুনিক প্রযুক্তিগত জ্ঞান, তথ্য, পুঁজি, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সুষ্ঠু বাজারজাতকরণের অভাবে অপ্রধান শস্য উৎপাদন অনেকটা অলাভজনক বলে কৃষককূল মনে করেন। বিশেষত যারা ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও বর্গাচাষী আছেন তারা এ সুযোগ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও অপ্রধান শস্য উৎপাদনের আগ্রহ হারিয়ে ফেলছেন। অথচ এসব নিত্য প্রয়োজনীয় শস্যের ব্যাপক চাহিদা থাকলেও উৎপাদন ও সরবরাহের মধ্যে সামঞ্জস্য নেই। এর ফলে বাজারদর উঠানামা করে এবং মূল্য বৃদ্ধির কারণে জীবনযাত্রা বিঘ্নিত হচ্ছে। এ সকল অপ্রধান শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন হলে অস্বাভাবিক বাজারদর নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে এবং একই সাথে বৈদেশিক আমদানি ব্যয় সাশ্রয়ের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো মজবুত রাখতে অবদান রাখবে। এসকল শস্য উৎপাদনে উৎসাহ, পুঁজির যোগান এবং প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য সহযোগিতা প্রদান করার মাধ্যমে অপ্রধান শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। ফলে একদিকে আমদানি নির্ভরতা সংকোচনসহ খাদ্য নিরাপত্তার বাড়তি বলয় সৃষ্টি হবে, অন্যদিকে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধিসহ খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের বহুবিধ ক্ষেত্র সৃষ্টি হবে। অপ্রধান শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, চাষযোগ্য পতিত জমির অধিক ব্যবহার (বসত ভিটা), সঠিক প্রশিক্ষণ ও বাজারজাতকণের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন করাও সম্ভব হবে। এরকম প্রেক্ষাপটে বিআরডিবি নানা মেয়াদে প্রকল্পের কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। এ প্রকল্পের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সুবিধা/অসুবিধার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমরা আপনার সাথে আলাপ করব। আশা করি আপনি এ সময় ঠিক তথ্য দিয়ে আমাদেরকে সার্বিক সহযোগিতা করবেন।

আপনাকে ধন্যবাদ

১. উত্তরদাতার সাধারণ তথ্যঃ

উপজেলার নাম　　জেলার নাম
কর্মকর্তার নাম　　অফিসের নাম
পদবী　　মোবাইল নং

২.সরকারের **দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি শীর্ষক** প্রকল্পের সাথে আপনি কি জড়িত ছিলেন?
১.হ্যাঁ　　২.না

৩.কত বছর এবং কোন সালে এ প্রকল্প তত্ত্বাবধান করেছেন? কত বছর, ... কোন সালে.....

৪. প্রকল্পের সাথে জড়িত থাকলে, কোন পর্যায়ে এবং এতে আপনার কি কি ভূমিকা ছিল?

৫. প্রকল্পের অর্থবছর অনুসারে মেয়াদ এবং ব্যয়

অর্থবছরের নাম	বরাদ্দ	ব্যয়	মন্তব্য

মোট			

৬. আপনার উপজেলায় প্রকল্পের অগ্রগতি:

কার্যক্রম	লক্ষ্য/টার্গেট	অর্জন	মন্তব্য
ফসল উৎপাদন			
প্রশিক্ষণ প্রদান			
দল গঠন			
ঋণ বিতরণ			

৭. প্রকল্পের কাজ তত্ত্বাবধানে কোন কোন বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন?

৮. প্রকল্পের সাথে জড়িত না থাকলে, আপনি কি এ প্রকল্পের কথা শুনেছেন?

ক) হ্যাঁ খ) না

৯. এ প্রকল্প থেকে আপনি কোনো প্রশিক্ষণ পেয়েছেন কি?

ক) হ্যাঁ খ) না

১০. যদি প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকেন তবে, কি কি বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন?

---

১১. প্রশিক্ষণ আপনার কাজে কিভাবে প্রয়োগ করেছেন? এই প্রশিক্ষণ কিভাবে **দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি শীর্ষক** প্রকল্পের কার্যক্রমে সহায়তা করেছে?

১২. মাঠ পর্যায়ে প্রদর্শনী মাসে কতবার ভিজিট করেছেন?

১৩. কোন ধরনের অপ্রধান ফসল প্রদর্শনী বেশি সফল হয়েছে? (টিক√দিন)

১. পেয়াজ	☐	৭. তিল	☐	১৩. ছোলা	☐
২. রসুন	☐	৮. তিশি	☐	১৪. মুগ	☐
৩. আদা	☐	৯. সরিষা	☐	১৫. মসুর	☐
৪. হলুদ	☐	১০. সূর্যমূখী	☐	১৬.চিনাবাদাম	☐
৫. মরিচ	☐	১১. সয়াবিন	☐	১৭. অন্যান্য	☐
৬.কালিজিরা	☐	১২. ভূট্টা	☐		☐

১৪. সফলতার হার কম কোন ধরনের অপ্রধান ফসল প্রদর্শনীতে?

১. পেয়াজ	☐	৭. তিল	☐	১৩. ছোলা	☐
২. রসুন	☐	৮. তিশি	☐	১৪. মুগ	☐
৩. আদা	☐	৯. সরিষা	☐	১৫. মসুর	☐
৪. হলুদ	☐	১০. সূর্যমূখী	☐	১৬.চিনাবাদাম	☐
৫. মরিচ	☐	১১. সয়াবিন	☐	১৭. অন্যান্য	☐
৬.কালিজিরা	☐	১২. ভূট্টা	☐		☐

সফল না হওয়ার কারণ কি কি বলে আপনি মনে করেন?

ক)

খ)

গ)
ঘ)
ঙ)

১৫. আপনি কি কোনো কর্মশালা/প্রশিক্ষণ সমন্বয়ের দায়িত্বে ছিলেন?
ক) হ্যাঁ খ) না
১৬.কৃষক প্রশিক্ষণ হাতে-কলমে দেওয়া হয়েছে কি?
ক) হ্যাঁ খ) না
১৭. আপনার মতে কোন ধরণের প্রশিক্ষণ প্রদান বেশি কার্যকর?
---

১৮. বিভাগ জেলা পর্যায়ে কর্মশালা/ওয়ার্কশপে অংশ নিয়েছিলেন?
ক) হ্যাঁ খ) না
উত্তর হ্যাঁ হলে, কতটি কর্মশালা বা ওয়ার্কশপে অংশ নিয়েছিলেন?
টি
১৯. আপনার মতে কর্মশালা/ওয়ার্কশপগুলো বাস্তবধর্মী ছিল?
ক) হ্যাঁ খ) না
২০. আপনার প্রকল্প এলাকায় কতগুলো কৃষক দল গঠন করা হয়েছে এবং মেম্বার সংখ্যা কত,
দল টি মেম্বার সংখ্যা জন
২১. প্রতিটি মেম্বার/কৃষক কি প্রশিক্ষণ পেয়েছে?
ক) হ্যাঁ খ) না
২২. ঋণের পরিমাণ যা দেয়া হচ্ছে তা কি যথেষ্ট?
ক) হ্যাঁ খ) না
২৩. কৃষকের স্বণের চাহিদা কত টাকা?
টাকা
২৪. কৃষক কি ঠিকমতো সঞ্চয় এবং ঋণের কিস্তি জমা দিচ্ছে?
ক) হ্যাঁ খ) না
২৫. ঋণের কিস্তি জমা দিলে কি আপনারা ব্যবস্থা নিয়ে থাকেন?
ক) হ্যাঁ খ) না
২৬. আপনার এলাকার মোট ঋণের পরিমাণ কত?
টাকা
২৭. খেলাপি ঋণের পরিমাণ কত?
--- টাকা

২৮. প্রতিটি মেম্বারই কি ঋণ পেয়েছেন?
ক) হ্যাঁ খ) না

পেয়ে থাকলে সেটা কি কাজে লাগিয়েছেন?

২৯. সুবিধাভোগী পরিবারের ঋণের প্রবণতা কেমন?
১. বেশি ২. কম
পেয়ে থাকলে সেটা কি কাজে লাগিয়েছেন?

৩০. ঋণ কার্যক্রমে কোন পাশবই অথবা লেজারবুক ব্যবহার করেন?
ক) হ্যাঁ খ) না
৩১. ক্ষুদ্র চাষীদের অপ্রধান শস্য উৎপাদনের আগ্রহ কিরকম?

১. বেশি ২. কম

৩২. কৃষক শস্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণে প্রকল্পের নীতিমালা অনুসরণ করেন কি?

ক) হ্যাঁ খ) না

৩৩. উচ্চমূল্যের অ-প্রধান শস্য সম্প্রসারণে আপনার মতে সমস্যা কি কি? টিক (√) চিহ্ন দিন

১. কৃষকের অভাব	☐	৭. প্রযুক্তি সম্পর্কে অপর্যাপ্ত জ্ঞান	☐
২. সময়মতো বীজ না পাওয়া	☐	৮. রোগবালাই দমন	☐
৩. শ্রমিক বেশি লাগে	☐	৯. পোকামাকড় দমন	☐
৪. প্রযুক্তির অভাব	☐	১০. অপর্যাপ্ত ঋণ	☐
৫. খরচ বেশি হয়	☐	১১. বাজারজাতকরণের সমস্যা	☐
৬. ফসলের দাম কম	☐	১২. অন্যান্য (উল্লেখ করুন)	☐

৩৪. সমস্যা সমাধানে আপনার সুপারিশ কি? টিক (√) চিহ্ন দিন

১. পর্যাপ্ত ঋণের ব্যবস্থা	☐	৫. সেচের ব্যবস্থা	☐
২. সময়মত বীজ ও সারের ব্যবস্থা	☐	৬. কৃষক পর্যায়ে উন্নত বীজ সরবরাহ	☐
৩. প্রশিক্ষণের উপযোগিতা বৃদ্ধি	☐	৭. ঝালো বীজ উৎপাদন প্রক্রিয়াজাতকরণে প্রশিক্ষণ	☐
৪. প্রযুক্তির অভাব	☐	৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন)	☐

৩৫. আপনি প্রকল্পের কি কি ভালো/সবল দিক লক্ষ্য করেছেন?

ক)
খ)
গ)

৩৬. আপনি প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কি কি দূর্বল দিক লক্ষ্য করেছেন?

ক)
খ)
গ)

৩৭. প্রকল্পের কাজ করতে গিয়ে কি কি অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন?

ক)
খ)
গ)

৩৮. এ সকল সমস্যা সমাধানে আপনি কি কি পদক্ষেপ নিয়েছেন?

ক)
খ)
গ)

৩৯. ভবিষ্যৎ প্রকল্প কার্যক্রম জোরদার করার জন্য কি কি করণীয় বলে আপনি মনে করেন?

ক)
খ)
গ)

৪০. উপর্যুক্ত আলোচনা ছাড়াও প্রকল্প কার্যক্রম সম্পর্কে অন্য কোনো মতামত থাকলে উল্লেখ করুন

ক)

খ)

গ)

মূল্যবান সময়, তথ্য ও সুচিন্তিত মতামত দেয়ার জন্য আপনাকে আবারো ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম ও স্বাক্ষর

তারিখ

প্রশ্নপত্র ও চেকলিস্ট

ফরম ৪: কী ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ (কেআইআই) জেলা পর্যায়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিআরডিবি কর্মকর্তা

'দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাত করন কর্মসূচি' শীর্ষক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যয়ন সম্পর্কিত স্টাডি পরিকল্পনা

সহায়তায়: স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
বাস্তবায়নে: বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)

মাঠ পর্যায়ে প্রভাব মূল্যয়ন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে মূখ্য তথ্য দাতার সাক্ষাৎকারের প্রশ্নমালা বা চেকলিস্ট
(উত্তরদাতা অবশ্যই উপজেলায় দায়িত্বপ্রাপ্ত বিআরডিবি কর্মকর্তা হতে হবে যিনি প্রকল্পের কর্মকান্ডের সাথে জড়িত)

দেশের ভৌগলিক অবস্থান ও মৌসুমি আবহাওয়া এবং নাতিশীতোষ্ণ প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণে প্রচুর পরিমাণে ঋতুভিত্তিক অপ্রধান শস্য যেমন- ডাল জাতীয় (মুগ, মসুর, ছোলা, মটর, খেসারি, মাসকলাই ইত্যাদি), তৈলবীজ জাতীয় (সরিষা, তিল, তিশি, সূর্যমূখী, সয়াবিন ও চিনাবাদাম ইত্যাদি), মসলা জাতীয় (আদা, হলুদ, রসুন, পেঁয়াজ, মরিচ ইত্যাদি) এবং ভুট্টা উৎপাদনের সুযোগ রয়েছে। কিন্তু আধুনিক প্রযুক্তিগত জ্ঞান, তথ্য, পুঁজি, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সুষ্ঠু বাজারজাতকরণের অভাবে অপ্রধান শস্য উৎপাদন অনেকটা অলাভজনক বলে কৃষককূল মনে করেন। বিশেষত যারা ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও বর্গাচাষী আছেন তারা এ সুযোগ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও অপ্রধান শস্য উৎপাদনের আগ্রহ হারিয়ে ফেলছেন। অথচ এসব নিত্য প্রয়োজনীয় শস্যের ব্যাপক চাহিদা থাকলেও উৎপাদন ও সরবরাহের মধ্যে সামঞ্জস্য নেই। এর ফলে বাজারদর উঠানামা করে এবং মূল্য বৃদ্ধির কারণে জীবনযাত্রা বিঘ্নিত হচ্ছে। এ সকল অপ্রধান শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন হলে অস্বাভাবিক বাজারদর নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে এবং একই সাথে বৈদেশিক আমদানি ব্যয় সাশ্রয়ের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো মজবুত রাখতে অবদান রাখবে। এসকল শস্য উৎপাদনে উৎসাহ, পুঁজির যোগান এবং প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য সহযোগিতা প্রদান করার মাধ্যমে অপ্রধান শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। ফলে একদিকে আমদানি নির্ভরতা সংকোচনসহ খাদ্য নিরাপত্তার বাড়তি বলয় সৃষ্টি হবে, অন্যদিকে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধিসহ খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের বহুবিধ ক্ষেত্র সৃষ্টি হবে। অপ্রধান শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, চাষযোগ্য পতিত জমির অধিক ব্যবহার (বসত ভিটা), সঠিক প্রশিক্ষণ ও বাজারজাতকণের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন করাও সম্ভব হবে। এরকম প্রেক্ষাপটে বিআরডিবি নানা মেয়াদে প্রকল্পের কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। এ প্রকল্পের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সুবিধা/অসুবিধার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমরা আপনার সাথে আলাপ করব। আশা করি আপনি এ সময় ঠিক তথ্য দিয়ে আমাদেরকে সার্বিক সহযোগিতা করবেন।

আপনাকে ধন্যবাদ

১. উত্তরদাতার সাধারণ তথ্যঃ

জেলার নাম
অফিসের নাম
মোবাইল নং

কর্মকর্তার নাম
পদবী

২.সরকারের **দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি শীর্ষক** প্রকল্পের সাথে আপনি কি জড়িত ছিলেন?

১.হ্যাঁ ২.না

৩.কত বছর এবং কোন সালে এ প্রকল্প তত্বাবধান করেছেন?

বছর, ... সন.....

৪. প্রকল্পের সাথে জড়িত থাকলে, কোন পর্যায়ে এবং এতে আপনার কি কি ভূমিকা ছিল?

৫. প্রকল্পের অর্থবছর অনুসারে মেয়াদ এবং ব্যয়

অর্থবছরের নাম	বরাদ্দ	ব্যয়	মন্তব্য
মোট			

৬. আপনার উপজেলায় প্রকল্পের অগ্রগতি

কার্যক্রম	লক্ষ্য/টার্গেট	অর্জন	মন্তব্য
ফসল উৎপাদন			
প্রশিক্ষণ প্রদান			
দল গঠন			
ঋণ বিতরণ			

৭. প্রকল্পের কাজ তত্ত্বাবধানে কোন কোন বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন?

৮. প্রকল্পের সাথে জড়িত না থাকলে, আপনি কি এ প্রকল্পের কথা শুনেছেন?

ক) হ্যাঁ খ) না

৯. এ প্রকল্প থেকে আপনি কোনো প্রশিক্ষণ পেয়েছেন কি?

ক) হ্যাঁ খ) না

১০. যদি প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকেন তবে, কি কি বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন?

১১. প্রশিক্ষণ আপনার কাজে কিভাবে প্রয়োগ করেছেন? এই প্রশিক্ষণ কিভাবে **দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি শীর্ষক** প্রকল্পের কার্যক্রমে সহায়তা করেছে?

১২. মাঠ পর্যায়ে প্রদর্শনী মাসে কতবার ভিজিট করেছেন?

১৩. কোন ধরনের অপ্রধান ফসল প্রদর্শনী বেশি সফল হয়েছে? (টিক√দিন)

১. পেয়াজ		৭. তিল		১৩. ছোলা	
২. রসুন		৮. তিশি		১৪. মুগ	
৩. আদা		৯. সরিষা		১৫. মসুর	
৪. হলুদ		১০. সূর্যমূখী		১৬.চিনাবাদাম	
৫. মরিচ		১১. সয়াবিন		১৭. অন্যান্য	
৬.কালিজিরা		১২. ভূট্টা			

১৪. সফলতার হার কম কোন ধরনের অপ্রধান ফসল প্রদর্শনীতে?

১. পেয়াজ		৭. তিল		১৩. ছোলা	
২. রসুন		৮. তিশি		১৪. মুগ	
৩. আদা		৯. সরিষা		১৫. মসুর	
৪. হলুদ		১০. সূর্যমূখী		১৬.চিনাবাদাম	
৫. মরিচ		১১. সয়াবিন		১৭. অন্যান্য	
৬.কালিজিরা		১২. ভূট্টা			

সফল না হওয়ার কারণ কি কি বলে আপনি মনে করেন?

ক)
খ)
গ)

১৫. আপনি কি কোনো কর্মশালা/প্রশিক্ষণ সমন্বয়ের দায়িত্বে ছিলেন?

ক) হ্যাঁ খ) না

১৬.কৃষক প্রশিক্ষণ হাতে-কলমে দেওয়া হয়েছে কি?

ক) হ্যাঁ খ) না

১৭. আপনার মতে কোন ধরণের প্রশিক্ষণ প্রদান বেশি কার্যকর?

---

১৮. বিভাগ জেলা পর্যায়ে কর্মশালা/ওয়ার্কশপে অংশ নিয়েছিলেন?

ক) হ্যাঁ খ) না

উত্তর হ্যাঁ হলে, কতটি কর্মশালা বা ওয়ার্কশপে অংশ নিয়েছিলেন?

--- টি

১৯. আপনার মতে কর্মশালা/ওয়ার্কশপগুলো বাস্তবধর্মী ছিল?

ক) হ্যাঁ খ) না

২০. আপনার প্রকল্প এলাকায় কতগুলো কৃষক দল গঠন করা হয়েছে এবং মেম্বার সংখ্যা কত,

দল ----- টি, মেম্বার সংখ্যা ------ জন

২১. প্রতিটি মেম্বার/কৃষক কি প্রশিক্ষণ পেয়েছে?

ক) হ্যাঁ খ) না

২২. ঋণের পরিমাণ যা দেয়া হচ্ছে তা কি যথেষ্ট?

ক) হ্যাঁ খ) না

২৩. কৃষকের ঋণের চাহিদা কত টাকা?

টাকা

২৪. কৃষক কি ঠিকমতো সঞ্চয় এবং ঋণের কিস্তি জমা দিচ্ছে?

ক) হ্যাঁ খ) না

২৫. ঋণের কিস্তি জমা না দিলে আপনারা কোন ব্যবস্থা নিয়ে থাকেন?

ক) হ্যাঁ খ) না ব্যবস্থার ধরণ.....

২৬. আপনার এলাকার মোট ঋণের পরিমাণ কত?

------- টাকা

২৭. খেলাপি ঋণের পরিমাণ কত?

টাকা

২৮. প্রতিটি মেম্বারই কি ঋণ পেয়েছেন?

ক) হ্যাঁ খ) না

পেয়ে থাকলে সেটা কি কাজে লাগিয়েছেন?

২৯. সুবিধাভোগী পরিবারের ঋণের প্রবণতা কেমন?

১. বেশি ২. কম

যদি প্রবণতা কম হয় তাহলে কারণ কি বলে আপনি মনে করেন?

৩০. ঋণ কার্যক্রমে কোন পাশবই অথবা লেজারবুক ব্যবহার করেন?

ক) হ্যাঁ খ) না

৩১. ক্ষুদ্র চাষীদের অপ্রধান শস্য উৎপাদনের আগ্রহ কিরকম?

১. বেশি ২. কম

৩২. কৃষক শস্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণে প্রকল্পের নীতিমালা অনুসরণ করেন কি?

ক) হ্যাঁ খ) না

৩৩. উচ্চমূল্যের অ-প্রধান শস্য সম্প্রসারণে আপনার মতে সমস্যা কি কি? টিক (√) চিহ্ন দিন

১. কৃষকের অভাব		৭. প্রযুক্তি সম্পর্কে অপর্যাপ্ত জ্ঞান	
২. সময়মতো বীজ না পাওয়া		৮. রোগবালাই দমন	
৩. শ্রমিক বেশি লাগে		৯. পোকামাকড় দমন	
৪. প্রযুক্তির অভাব		১০. অপর্যাপ্ত ঋণ	
৫. খরচ বেশি হয়		১১. বাজারজাতকরণের সমস্যা	
৬. ফসলের দাম কম		১২. অন্যান্য (উল্লেখ করুন)	

৩৪. সমস্যা সমাধানে আপনার সুপারিশ কি? টিক (√) চিহ্ন দিন

১. পর্যাপ্ত ঋণের ব্যবস্থা		৫. সেচের ব্যবস্থা	
২. সময়মত বীজ ও সারের ব্যবস্থা		৬. কৃষক পর্যায়ে উন্নত বীজ সরবরাহ	
৩. প্রশিক্ষণের উপযোগিতা বৃদ্ধি		৭. ঝালো বীজ উৎপাদন প্রক্রিয়াজাতকরণে প্রশিক্ষণ	
৪. প্রযুক্তির অভাব		৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন)	

৩৫. আপনি প্রকল্পের কি কি ভালো/সবল দিক লক্ষ্য করেছেন?

ক)
খ)

৩৬. আপনি প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কি কি দূর্বল দিক লক্ষ্য করেছেন?

ক)
খ)

৩৭. প্রকল্পের কাজ করতে গিয়ে কি কি অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন?

ক)
খ)

৩৮. এ সকল সমস্যা সমাধানে আপনি কি কি পদক্ষেপ নিয়েছেন?

ক)
খ)

৩৯. ভবিষ্যৎ প্রকল্প কার্যক্রম জোরদার করার জন্য কি কি করণীয় বলে আপনি মনে করেন?

ক)
খ)

৪০. উপর্যুক্ত আলোচনা ছাড়াও প্রকল্প কার্যক্রম সম্পর্কে অন্য কোনো মতামত থাকলে উল্লেখ করুন

ক)
খ)

মূল্যবান সময়, তথ্য ও সুচিন্তিত মতামত দেয়ার জন্য আপনাকে আবারো ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম ও স্বাক্ষর তারিখ